জাজমেন্ট অ্যাট ন্যুরেমবার্গ্

সংগ্রহ ও সংকলন : অসীম চট্টোপাধ্যায়

শ্রুতিভাষ্য ‘অডিও’ ফাইল

১
২
৩
৪

বিচারকদের বিচার । অ্যামেরিকান চিত্র-পরিচালক স্ট্যানলি ক্র্যামার-এর অসামান্য বিশ্বখ্যাত ছবি ‘‘জাজমেন্ট অ্যাট ন্যুরেমবার্গ্ ’’ (১৯৬১) । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের মোট ১৩টি ঐতিহাসিক বিচারসভা বা ট্রায়াল বসেছিল ন্যুরেমবার্গ শহরে -- তার মধ্যে তৃতীয়টিতে চারজন নাৎসী বিচারককে অপরাধীর কাঠগড়ায় বসানো হয় মার্কিন বিচারকদের সামনে । সেই বিচারের যাবতীয় তথ্য-উপকরণ নিয়েই তৈরি হয়েছিল জাজমেন্ট অ্যাট ন্যুরেমবার্গ ছবিটি । বিদগ্ধ চিত্রসমালোচকগণ মনে করেন বিচারকদের নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলি ছবি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ । ১১টি অস্কার নমিনেশন পেয়েছিল এ ছবি ।

অভিযুক্ত চার নাৎসী বিচারকদের মধ্যে তিনজন ছিলেন অসৎ, লোভী, নির্দয় নাৎসী জার্মান । একজন ব্যতিক্রমী চরিত্রের - এর্নেস্ট য়ার্নিং - অতি শিক্ষিত, সৎ, অভিজাত, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ যিনি জার্মান সংবিধান ওয়াইমার-এর খসড়া তৈরি করেছিলেন । হিটলার ও নাৎসীদের প্রতি য়ার্নিং-এর বিতৃষ্ণা গোপন ছিল না , তবু তিনি ওই অভিযুক্ত বিচারকদের সঙ্গে এক বেঞ্চেই বসেছিলেন । কেন ? কী ছিল তাঁর ভাবনা ?

১৯৬১ সালের ছবি । সাতচল্লিশ বছর পার হয়েছে । আজ আমরা এ ছবিকে সামনে আনছি কেন ? কারণ এই ছবিটি অসাধারণ চিত্রায়ণ ও অনবদ্য চিত্রনাট্যে সমাজের অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে যেগুলো বর্তমান সময়ে আমরা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক মনে করছি -- এই দেশে, এই রাজ্যে । সমাজে আইনের অধিকার কতটা ? নিয়োগ করা বিচারকদের দিয়ে রাষ্ট্র কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে পারে ? কিকরে চলতে পারে বিচারের নামে প্রহসন ? দেশের উন্নতির নামে কীভাবে দেশেরই নাগরিকদের বলির পশু করা যায় ? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আরেকবার চিন্তা করার সুযোগ এনে দেয় এই চলচ্চিত্র । প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন এমনই এক অন্যায় আতঙ্ক অত্যাচার অবিচার অপশাসনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যা হিটলারের জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে

গিয়েছিল । রাষ্ট্রের প্রবল চাপের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া কতখানি নিরপেক্ষ হতে পারে এই ছবি থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যায় ।

‘জাজমেন্ট অ্যাট ন্যুরেমবার্গ ’-এর বিভিন্ন চরিত্রের স্মরণীয় ভাষণগুলির পান্ডুলিপি ইন্টারনেটে পাওয়া যায় । এখানে আমরা চিত্রনাট্যের তিনটি অতি মূল্যবান বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করেছি । এদের শ্রুতিভাষ্য ‘অডিও’ ফাইলে দেওয়া হল । ভাষ্যপাঠ - সংকলক অসীম চট্টোপাধ্যায়ের । পাঠক ও শ্রোতাবন্ধুরা ভাববেন, এগুলি কিভাবে বৃহত্তর কাজে লাগানো যেতে পারে । প্রসঙ্গত বলা যায়, গত ইরাক যুদ্ধের পর অ্যামেরিকায় এই সিনেমাটির ভিডিও সিডি তৈরি করে বাজারে ছাড়া হয়েছিল যাতে সকলের কাছে এর বক্তব্য স্পষ্ট করে পৌঁছতে পারে । **-- সম্পাদক**

প্রধান তিনটি চরিত্র :

ড্যানিয়েল হেওয়ার্ড ।। ট্রায়ালের প্রধান বিচারপতি । অভিনয়ে - স্পেনসার ট্রেসি ।
এর্নেস্ট য়ার্নি ।। অভিযুক্ত সৎ, নীতিনিষ্ঠ, নাৎসী বিচারক । অভিনয়ে - বার্ট ল্যাংকাস্টার ।
হান্স রল্ফ ।। অভিযুক্ত পক্ষের জার্মান আইনজীবী । অভিনয়ে - ম্যাক্সিমিলান শেল ।